ক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরীঃ উপজেলার আগনা গ্রামের অধিবাসী। তিনি বিশ্ব ভারতীয় উপাচার্যযর পদ অলংকৃত করেছিলেন। শ্রীরাম কৃষ্ণ চরিত নামে একখানা জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। এছাড়া তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ ‘সিলেট কথা’।

গৌর চন্দ্র ভট্রাচার্যঃ আগনার কামরগাঁওয়ের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ঊনিশ শতকের একজন কবি। ‘শ্রীহট্রের ভট্র সঞ্জী’ গ্রন্থে তাঁর লেখা চারটি সঞ্জীত সংকলিত হয়েছে।

মোহাম্মদ আব্দুল লতিফঃ আদিত্যপুর নিবাসী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্মন্ন গ্রন্থ গারিক ও লেখক। তাঁর রচিত গ্রন্থ ‘লিওগ্রাফী অব ডক্টরেল ডিসিস্টেন্স (১৯৭৯) ‘বিবলিওগ্রাফি অব এশিয়ান কালচার (১৯৭৯)’।

সৈয়দ শাহনুরঃ মৌলভীবাজার কদম হাটায় ১৭৩০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তবে নবীগঞ্জ উপজেলার জালালসাপ গ্রামে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। ১৮৫৪ সালে এখানে ইন্তেকাল করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ ‘নুর নছিহত’ ছিলটি ’নাগরি হরফে লেখা। গ্রন্থটি সম্পর্কে আব্দুল জব্বার লিখেছেন- ‘যে ফকিরের কন্ঠবাণী’ সুরতরঙ্গে শ্রীহট্টের নিজস্ব কথায় শ্রীহট্টে পল্লিভাব সাঁতার দেয়, যাদের কাছে শ্রীহট্টের হিন্দো মোসলমান সমানভাবে মাথা নোয়া তাদের মাঝে সৈয়দ শানুর শীর্ষস্থানীয়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হলো ‘রাগনুর’,‘নুরের বাখান’,‘শতকন্যার বাখান’ ও মণিহারি’।

মোঃ নুরুল হক: উপজেলা শিবপাশা গ্রামের অধিবাসী। তাঁর রচিত বইয়ের মেধ্যে কাব্যগ্রন্থ- ‘বহ্নিশিখা’,‘মোগলে আজম’,‘ সিন্ধু বিজয়’,‘মালঞ্চ মালতী’। উপন্যাস- ‘কস্তরী বাঈ’ এবং রম্য রচনা ‘মনের মুকুরে’।

মোহাম্মদ আব্দুর রউপ চৌধুরী: ১৯২৯ সালে উপজেলার মুকিমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হবিগঞ্জ জেলার সাহিত্য পরিষদের অধ্যাপক সিরাহজ হক –এর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠা লগ্নে নিষ্ঠার সাথে সাহিত্য চর্চা করেছেন। তাঁর রচিত বই- ‘দর্মের নির্যাস’,‘মুহাম্মদ (স.) ইসলামের নবী’,‘নাম মুছা যায় না’,‘বাইবেল হযরত মৃহাম্মদ (স.) এবং উপন্যাস- ‘ নূতন দিগন্ত ও সম্মান ক্রোস।

নুরুল ইসলাম: উপজেলার রাইয়াপুর নিবাসী। বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী। জন্ম ১৯৪২ ইং। তাঁর রচিত ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস- ‘মুক্তির ডাক’,‘আমেরিকায় পঁচিশ বছর’ ও ‘সভ্যতার অন্তরালে’,‘খালে বিলে।

মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান: বিশ শতকের প্রথম দিকে দেবপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আশির দশকে সৌদিআরবে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর লিখিত বই ‘বাস্তবক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র’।

ছহুল আহমেদ: জন্ম উপজেলায় জালালসাপ গ্রামে। তাঁর লেখা বই ‘পাখি ছাড়ে পাতার বাসর’,‘তখনও আমার ঘরে রাত’,‘বাষ্প অথবা ছায়াবৃক্ষ’।

দেওয়ান মোহাম্মদ আখতারুনজ্জামান চৌধুরী: ১৯৩৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর উপজেলার সদরঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রকাশত গ্রন্থ- গবেষণালব্দ বাংলা সাহিত্যের প্রতিকৃতি কোরেশী (১৯৯১)’।

ছুগেরা ভানু: পুঁথি ও মরমী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক উমরপুর নিবাসীনি। তাঁর জন্ম মৌলভীবাজার থানার ঘোড়াখাল হলেও প্যণয়সূত্রে নবীগঞ্জ থানার উমরপুর গ্রামের আব্দুল করিমের সহধর্মিনী হয়ে এখঅনে আসেন। তাঁর জন্ম ১৮২৫ সালে। নাগরি ভাষা চর্চা ও গবেষণা ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন। নিবেদিত প্রাণ। তাঁর প্রণিত গ্রন্থ- ‘হালতুন্নবী’।

দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী: ১৯৩৯ সালে উপজেলার সদরঘাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যে সর্বজন শ্রদ্ধেয়। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসাবে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন।

তাঁর রচিত গন্থসমূহ- ‘কাশফুল’, ‘আশবার’, ‘সীরাতুন নবী’, ‘আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন’, ‘হযরত শাহজালাল (র.) জালালাবাদ;। গবেষণা কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৮৮ সালে মহাকবি সৈয়দ সুলতান সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ পদক এবং কবি লায়লা রাগিব স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন।

নিধিরাম দাস: মরমী এ কবি সাধক উপজেলার দিনারপুরের অধিবাসী ছিলেন। মোহাম্মদ আশরাফ হোসেনের শিলহট্টের ইুতহাস গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ রয়েছে। তাঁর লেখা শেষ দুইটি গানের চরণ- “ভেবে নিধিরাম বলে সাধেল জন্ম গেল বিফলে/ এ ভব সমুদ্রের মাঝে আমার যে নাও ডুবল”।

জগত চন্দ্র গোস্বামী: উপজেলার দিরানপুর পরগনার শতক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংগীত, সাহিত্য ও কবিতা রচসা সাফ্যল অর্জন করেন।

কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য: ঊনিশ শতকের এ কবি ছিলেন উপজেলা মান্দারকান্দি অধিবাসী। তিনি ‘নিয়ত মঙ্গল চগীর প্যাঁচালী’ নামে একখানা পুঁথি রচনা করেছিলেন। এই পুঁতিতে কবি আত্মপরিচয় দিয়ে লিথখেছেন: বরবক্র তীরে সুখে করে যে বাখান/ মান্দারকান্দি নামে দেব অপূর্ব নির্মাণ।/ ওরা দেবের চরণ করিয়া ভক্তি/নিয়ত মঙ্গল চগী করি নমস্কার/ ভাষাকথা পদবন্ধে চাই রচিবার।

কৃষ্ণ কুমার পাল চৌধুরী: জন্ম ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১৬ আষাঢ় উপজেলার কুর্শি গ্রামে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বার্মা ও সিঙ্গাপুর রণাঙ্গনে হাবিলদার হিসাবে যুদ্ধ করেন। ১৯৪৭ সালে 'দেশ' পত্রিকায় গোলাল সৈনিক চোখে আজাদী ফৌজ শিরোনম তাঁর ধারাবাহিক সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ হয়।

তাঁর গ্রন্থত বই 'পথের সন্ধান', 'সৈনিক জীবন কথা', 'একান্ত ভাবনা ঠাকুর সূর্যানন্দ', 'সর্বত্যাগী', 'দেশকর্মী গীতা সারসংগ্রহ', 'জীবন সুমতি কিছু কথা', 'পতিত পাবন প্রহা প্রভু',' সিলেট কথা'। এছঅড়া তাঁর Oriental primer oriental reader book i, ii & iii Learm's punctional English Ges Modern punctional English ছাত্র পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে জনপ্রিয় লাভ করেন।

রঘু নন্দন ভট্টাচার্য: ষোড়ষ শতাব্দীতে উপজেলাপর মান্দারকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। তাঁর জীবন কথা জানা না গেলেও গবেষক নন্দলাল শর্মা হবিগঞ্জের সাহিত্যাঙ্গান বইটিতে উল্লেখ করেছেন- 'চিন্ময় শ্রীহট্ট গ্রন্থে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির একটি তালিকায় প্রায় আটাশটি গ্রন্থ একত্রে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

মতিয়ার রহমান চৌধুরী: জন্ম ১৯৬২ সালের উপজেলার নুরগাঁও গ্রামে। তাঁর লিখিত গ্রন্থ- 'নবীগঞ্জের ইুতকথা', 'নৌপথে নাবিক', 'কুশিয়ারা বাঁকে', 'চন্দ্র মলিকা' ও 'সিলেট গাইড'।

মঈনুল ইসলাম চৌধুরী: উপজেলা সুনাইত্যা গ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরীর পুত্র। তাঁর গ্রন্থ বই 'ধান সবুজের দেশ'। যা পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। বইটির মুখবন্ধে অধ্যাপক মোহাম্মদ আসদ্দর আলী লিখেছন- 'আমাদের শিশু সাহিত্যে জগতে ষাটের দশকের শেষ পর্বে যে ক'জন তরুণ সহিত্যসেবীর পদাচরণ ঘটে মেঈনুল ইসলাম তাদের মধে অন্যতম।

ভীষ্মদেব চৌধুরী: জন্ম উপজেলার আগনা গ্রামে। তাঁর লেখা জীবনীগ্রন্থ 'মির্জা আব্দুল হাই' বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আরও একপি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাংদেশের সাহিত্য গবেষণা ও অন্যান্য' (বাংলা একাডেমি ১৯৯১)। এই গ্রন্থে সংকলিত ছয়টি প্রবন্ধ রয়েছে- বাংলাদেলর সাহিত্য গবেষণা কাজী আব্দুল ওয়াদুদের 'নদীবক্ষে', 'জগদীশ গুপ্তের গল্প', 'অসঙ্গাতির শিল্প রূপ', 'মোহাম্মদ মজিবুর রহমানের শিল্পী মানস', 'কবির প্রত্যাশা ও কাল কেতুর নগর নির্মাণ' এবং 'বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য অবদান'।

নূর মোহাম্মদ: মরমী এ কবি উপজেলার গহরপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর ওলেখা ২০ টি গান ও অন্যান্যদের কয়েকটি গানের সংগ্রহ 'মিফতাউল মারেফত' প্রকাশ করেছেন মৌলভী মোহাম্মদ ফজলুর রহমান।

আবু বকর আহমদ হারুন: উপজেলার কামারগাঁও নিবাসী। তিনি ৭০ এর দশকে সাহিত্যাঙ্গানে প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত উপন্যাস ‘হারানো কন্ঠ’, ‘জন্ম আমার সেই সে দেশে’, ‘ইসলামের বিধানে আল হাদীস’, ‘চাওয়া পাওয়া অন্তরালে’ এবং ‘দুঃখিনী জীবন’, ‘লন্ডন প্রবাসী।

আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইসমাইল: উপজেলার রাইয়াপুর নিবাসী। তিনি বেশ ক’টি বই লিখেছেন: এর মধ্যে ‘শরীয়তের দৃষ্টিতে অসীলা’, ‘শিরক একটি জঘন্যতম অপরাধ’, ‘শিরিক ও বেদাত’, ‘গায়েবের জ্ঞান’, ‘রূহের অবস্থান’ প্রভুতি।

আব্দুল কুদ্দুস আদিল: উপজেলার কাজিরগাঁও নিবাসী। তিনি ইসলামি চিন্তাবিদ ও মননশীল প্রাবন্ধিক। তাঁর রচিত গ্রন্থ ‘সভ্যতার উজান বাঁকে’, ‘চন্দ্র মাসের মহাতন্ম’ ও দৈনন্দি জীবণ্ডেন ইসলাম’, ‘একই দিনে রোজা ও ঈদ’।

ডা. মোহাম্মদ আফজল: তাঁর জন্ম ১৯৪৯ সালে উপজেলার নাদামপুরে গ্রামে। তিনি নবীগঞ্জ কল্যাণ সমিতি সিলেট সম্পাদিত সাময়ীকী পাঞ্জেরী এবং চিকিৎসা বিষয়ে দেশ-বিধেশের পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ ‘প্রেসত্রিপশন ইন জেলারেল প্র্যাকটিস’। তিনি নর্থইস্ট জেনারেল হাসপাতালের প্রতিষ্টাতাদের একজন।

আব্দুর রহমান খান: জন্ম উপজেলার দেবপাড়ায়। বৃটেন প্রবাসী এ লেখক স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংল্যান্ড বসে অনেক সহায়তা করেছেন বাংলা ও বাঙালিকে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ‘লন্ডনের কথা।

মোহম্মদ আব্দুর রহিম চৌধুরী খোদাদাদ: উপজেলারি সুনাইত্যা নিবাসী। তাঁর রচিত গ্রন্ত ‘The truth form within and islam’।

সৈয়দ সিদ্দিক হাসান বেবু: উপজেলার বনগাঁও নিবাসী। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ‘ঐতিহাসিক মীরের টিল’।

ইয়াওর উদ্দীন আজাদ: উপজেলার কৈখাইড় নিবাসী। লন্ডন প্রবাসী এ লেখকের লিখিত গন্থ ‘ফুলনদেবী’। তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত উত্তমাশা ম্যাগাজিনের মালিক ও সম্পাদক।

মৌলানা আলতাফ হোসেন: তিনি উপজেলার রায়পুরে নিবাসী। তাঁর লিখিত গ্রন্থে ‘ইসলামী রেনেসাঁয় নবীগঞ্জ’।

কুতুব আফতাফ: জন্ম উপজেলার খনকাড়ীপাড়া গ্রামে। লন্ডন প্রবাসী এ লেখক কর্ম ব্যস্ততার ফাঁকেফাঁকে সাহিত্য চর্চা করে যাচ্ছেন নিয়মিত। তাঁর লেখা বইসমূহ; ‘উড়তে দেই না কষ্টের ধুলোবালি’, ‘ ছুঁয়ে দাও যদি’, ‘একজন রহিম বকস লন্ডনি’, ‘ভাবনায় জলযাত্র’, ‘দহনকালের বৃষ্টি’,

‘চন্দ্রবতী রাতের বাক্য’, ‘লাগাইলে লাগাও কিনারা’, ‘খুঁজি তোমার স্পর্শ’, ‘সময়ের জলসা ঘর’, ‘পরিযায়ী মন’।

গোলাম কিবরিয়া: নবগঞ্জের পৌরসভাস্থ বরাকনগর আজমান এন্ড আমেনা কটেজের বাসিন্দা। জন্ম ৩০ অক্টোবর ১৯৬৯। পেশায় কাস্টমস অফিসার। শাহজালা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা। তাঁর লিখিত দুইটি কবিতার বই ‘জবাব একদিন দিতে হবে’, ‘স্বপ্ন সুখের যাত্রী।

আনহার চৌধুরী: জন্ম ১৯৬২ সালে উপজেলার বুরহানপুর মাজোর হাপিতে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ‘আজোনিভৃত প্রহরে (কবিতা)’, ‘নিঃসঙ্গ নাগরিক’, ‘স্বৈরমঞ্চ (নাটক)’, ‘চ্যালেঞ্জের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার (প্রবন্ধ)’।

মোল্লা শেখ ছাইম: নবীগঞ্জ উপজেলা সদরের অধিবাসী। তাঁর লিখিত গ্রন্থ ‘জুলেখানামা (ফারসি)’।

মাওলানা সৈয়দ আব্দুল্লাহ: উপজেলার সায়দাবাদের অধিবাসী। তাঁরি লিখিত বই ‘শাজরাতে তাইয়্যিবাত (উর্দু)’, ‘মাকামাতে গাউসীয়া ফী ফুজাতে’, ‘রুহানীয়া(উর্দু)’, ‘তাশরীহে মাসনবীয়ে মাওলানা রুমী (উর্দু)’।

মাওলানা নাজমুল ইসলাম: উপজেলা দেওতৈল গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর লিখিত বই ‘মানুষ ও কুকুর’।

আফতাব আল মাহমুদ: উপজেলার ঘোলডুবা নিবাসী। তাঁর লিখিত বই ‘নিসর্গের ভেলোসিটি’, লিখিত বৃত্তে মৃত্তিকা কাবিকশ’।

আবুল কালাম ছোটন: যুক্তরাজ্য প্রবাসী এ লেখকের জন্ম উপজেলার দীঘলবাক গ্রামে। তাঁর বই‘ একজন কিবরিয়া’, ‘মরুয়ত’, ‘ছোদের ছোট গল্প’।

মোহাম্মদ আব্দুর রকিব: জন্ম উপজেলার মিঠাপুর গ্রামে। তাঁর গ্রন্থসমূহ” ‘বাংলা উচ্চারণ ওমরা ও জিয়ারত (বাংলা ও উংরেজি)’, ‘দৈনন্দিন অজিফা’, ‘রসুল (স.) শত সুন্নত’, ‘পাঞ্জেগানা নামাজের নিয়মাবলি (সুন্নত মোতাবেক)’, ‘আল কাউলুল মোতামাদ ও মাসআলায়ে দ্বোয়াত’।

মো. নুরুজ্জামান (শাহজামান): জন্ম উপজেলার উমরপুর গ্রামে। তাঁর লেখা বই ‘জামানগীতি’, ‘প্রকৃতির পাঠশালা’, ‘বেহেশতের ফুল ওহামদে রাসুল’।

পৃথ্বীশ চক্রবর্তী: জন্ম উপজেলা শিবপাশায়। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ‘উদয়বানী’, ‘নোনাজলের বৃষ্টি’, ‘শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ’, ‘বৃষ্টি পড়ে তিথির বাড়ি’, ‘পড়শি আসে ভাষার মাসে’, ‘দুর্গম পথের যাত্রী’, ‘ছন্দ ঝরে পড়ে বন্ধ ঘরে’, বিষ্টি ঝরে তিমা পড়ে’, ‘রোজার শেষে ঈদের মজা’।

মোঃ লুৎফুর রহমান: জন্ম উপজেলার রাইয়াপুর আর্দশ গ্রামে। লন্ড প্রবাসী এ কবির কবিতার বই ‘ছুটিতে পারি না স্বপ্নগুলো।

দেওয়ান আলতাফ আহমদ চৌধুরী: উপজেলার দিনারপুরের কায়স্থগ্রামের বাসিন্দা। তাঁর তথ্যবহুল গ্রন্থ- ‘দিনারপুরের উতিহাস প্রসঙ্গা’।

শাহ্ আলমগীর: উপজেলার মোকামপাড়া ইনাতগঞ্জের অধিবাসী। দুবাই প্রবাস জীবনে থেকেও সাহিত্যের নিরলস সেবী। তিনি কুশিয়ারা সাহিত্য সংস্কৃতি ফোরামের প্রতিষ্টাতা। তাঁর লিখিত গ্রন্থ ‘জীবনতরী’, ‘জাগরণ’, ‘(প্রকাশিত)।

এ শহীদুজ্জমান চৌধুরী: উপজেলার কসবা গ্রামের বাসিন্দা তাঁর বই ‘রহ্যসময় প্রাণীজগৎ’, ‘প্রেমবাণী’।

আলিফ উদ্দিন: লন্ডন প্রবাসী এ লেখকের জন্ম ১৯৬৫ সালে উপজেলার নতুন কসবা গ্রামে। তাঁর লেখা বই: ‘হযরত মোহাম্মদ (স.) জীবন কাহিনি’, ‘সোনার পালংক’, ‘হৃদয় ছুঁয়েছে ডাইরী’, ‘কোরআনের ছায়াতলে’, ‘মককা-কুয়েত’, ‘একটি বিপ্লব চাই’, ‘বৃটিশ সিটিজেন’, ‘ভালোবাসার উপহার’, ‘মনের মনিকোঠায়’ প্রভৃতি।

মৌলানা আসিকুর রহমান: উপজেলার বরকতপুর নিবাসী। তাঁর লেখা গ্রন্থ ‘ জাগরণ’ (ছড়া), ও বিনিময়’।

এসআর চৌধুরী সেলিম: জন্ম ১৯৬৫ সালে উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামে সাংবাদিকতা পাশাপাশি সাহিত্য চর্চায়ও সুনাম অর্জন করেছেন তিনি। তাঁর লেখঅ প্রথম বই ‘নবীগঞ্জ উতিহাস ও ঐতিহ্য (২০০৭) ।

এস এম সাজ্জাদ: উপজেলার আশকান্দি নিবাসী। তাঁর লিখিত শিশুতোষ বই ‘টেংরা পুটির বিয়ে’, ‘পুতুলের বউ’ ও ‘পরীর রাজ্য আলেয়া’।

তারেক কান্তি তুলুকদার: জন্ম উপজেলার আউশকান্দি হরিনগর গ্রামে। তাঁর লিখিত বই ‘রাশি রাশি ফুলের হাসি’।

আমিনুর রহমান জুনুন: উপজেলার আউশকান্দি ইউনিয়নের উমরপুর নিবাসী। লন্ডনের প্রবাস জীবনে শত ব্যস্তার মাঝেও তিনি সাহিত্য জগতে সরব রয়েছেন। তাঁর লিখিত বই ‘আত্মকাহিনী।

কয়েস আহমদ মাহদীঃ জন্ম উপজেলার কুর্শী ইউনিয়নের কুর্শী গ্রামে। সাহিত্যে রয়েছে তাঁর সরব পদচারণা। সম্পাদনা করেছেন ‘আজরফ’, ‘ডেবনা’, ‘প্রবাহ’, ‘ছড়ালয়’ সহ একাধিক সাহিত্য সাময়িকী ও সংকলন। তাঁর প্রকাশিত্য গ্রন্থ ‘ছন্দ নাচে ছড়ায়’।

বুরহান উদ্দিন আনহারঃ উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর প্রকাশিত্য সাংবাদিকতা বিষয়ক গ্রন্থ ‘সংবাদ সাংবাদিকতা ও আমি’।

আলীম কদ্দর চৌধুরীঃ জন্ম উপজেলার আউশকান্দি ইউনিয়নের সদরাবাদ গ্রামে। তাঁর লিখিত বই ‘বাংলা গানের বই’।

মেহবুবুল হোসেন চৌধুরী (অলিমিয়া): জন্ম ১০ অক্টোবর ১৯৩৪ সালে উপজেলার সদরাবাদ গ্রামে। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত সরকারি তহশীলদার পদে চাকরীরত ছিলেন। তাঁর লিখিত বই ‘দুজহানের শ্রেষ্ঠ রাসুল হযরত মোহাম্মদ (স.)’।

ইরফান উদ্দীনঃ উপজেলার ভানুদেব গ্রামের অধিবাসী। তাঁর লেখা বই- ‘তাজবিদের নির্যাস’, ‘শানে মোস্তফা’।

মাও মনসুর আহমদ আজাদঃ জন্ম উপজেলার কালাভর পুরগ্রামে। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই লেখালেখিতে জড়িয়ে পড়েন। অসংখ্য ম্যাগাজিন সম্পাদনার পাশাপাশি তাঁর কয়েকটি ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থ গুলো হলো: ‘সচিত্র লতিফিয়া নামাজ শিক্ষা’, ‘ইমাম আবু হানিফের জীবন ও কর্ম’, ‘কোরান হাদিসের আলোকে জানাজার নামাজের পর দোয়া’, ‘ওয়াজ লতিফিয়া’, ‘ছোটদের আবু বকর (রা.)’, ‘ছোটদের উমর (রা.)’, ‘ছোটদের উসমান (রা.)’, ‘ছোটদের আলী (রা.)’।